৪. আপনি যা বিশ্বাস করেন তা কি কোন বড় ব্যপার?

আপনি কি বিশ্বাস করেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যপার। হবা ঈশ্বরকে না বিশ্বাস করে সাপকে বিশ্বাস করেছিল এবং সেই বিশ্বাস তাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে গিয়েছিল। অনেকে বলে আমাদের কেবল নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমরা নিশ্চিত ভাবে ভূল করতে পারি। বাইবেল আমাদেরকে জানায় আমাদের কি বিশ্বাস করা উচিত এবং তা কেন আমাদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

মূল পাঠঃ প্রকাশিত বাক্য ২:১৮-২৯

এশিয়ার রোমীয় অঞ্চলগুলোর সাতটি মন্ডলীর কাছে যীশু চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিগুলোর মধ্য দিয়ে যিশু আমাদের কাছে প্রতিটি মন্ডলীর আত্মিক সাস্থ সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করে। কোন কোন মন্ডলীকে তিনি প্রশংসা করেছেন কোনটিকে তিনি নিন্দা করেছেন। থুয়াতিরার বিশ্বাসীদের কাছে তার চিঠিতে যীশু প্রথমে তাদের বিশ্বাস কাজ এবং ধৈর্যের জন্য প্রসংসা করেন। পরবর্তিতে তিনি ঈষাবেলর ভুল শিক্ষাকে স্থান দেবার জন্য জন্য তাদের নিন্দা করেন। মন পরিববর্তনের জন্য ঈষাবেলকে যথেষ্ট সময় এবং সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কেউ সেই মহিলাকে বা তার শিক্ষাকে গ্রহন করুক তা যীশু চান নি, আর তাই তিনি বিশ্বাসিদের সতর্ক দিয়ে বলেছেন যে তিনি তাদের বিচার করবেন।

১. আপনি মনে করেন মাহিলাটির নাম আসলেই ঈষাবেল ছিল, নাকি তাকে ঈষাবেল বলা হয়েছে কারন তার আচরন পুরাতন নিয়মের ঈষাবেলের মত ছিল? (১ম রাজাবলী ২১:২৫-২৬ দেখুন)
২. ঈষাবেলকে স্থান দেওয়া যদি বিশ্বাসীদের জন্য ঠিক নাই হত, তাহলে ঈষাবেলকে তাদের কারা উচিত ছিল?
৩. ঈষাবেল ও তার অনুসারীদের যীশু কি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?
৪. উদ্ধার পাবার জন্য যীশুর তার বিশ্বাসীদের কি করতে বলেছিলেন?
৫. ঈষাবেলের শিক্ষায় কি ভূল ছিল? এমন কিছু পদ খুজে বের করুন যা তার শিক্ষাকে ভূল প্রমানিত করে।
৬. ঈষাবেল ও তার অনুসারীদের কি ক্ষমা করা সম্ভব ছিল? সম্ভব হলে তা কিভাবে সম্ভব হত?

সত্যের গুরুত্ব!

কখনো এমন কোন বিষয়ে আপনি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করেছেন কি যা পরবর্তিতে আপনার কাছে মিথ্যা বলে প্রমানিত হয়েছে? হয়তো কোন সামান্য ব্যাপার: যেমন আপনি হয়তো নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট কোন খাবার খেতে পছন্দ করতেন না - যতদিন না আপনাকে একদিন সে খাবারটি খেতে বাধ্য করা হল এবং আপনি খেয়ে দেখলেন আসলে খাবারটি আপনার ভালই লাগে! আপনার নিশ্চয়তা কি আপনাকে সঠিক বলে প্রমান করতে পারল? নিশ্চয়ই না। নিশ্চয়তা কখনই নির্ভূলতা বা সত্যতার বিকল্প হতে পারে না। তবে সত্যতা বা নির্ভূলতার পাশাপাশি নিশ্চয়তা অপরিহার্য। আপনি যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে আপনি সঠিক পথে হটছেন তবে যাত্রা শুরু করেন ভুল পথে তা কখনই আপনার সঠিক স্থানে নিয়ে যাবে না।

তাই সত্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ। এবং নিশ্চয়তাও গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে। তবে সে গুরুত্ব কতটুকু?

পুরাতন নিয়মে বিশ্বাস

ঈশ্বর অনেক আগেই দেখিয়েছেন যে অন্য যে কোন বিষয় থেকে তার কথায় বিশ্বাস করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আদম এবং হবাকে বলেছিলেন তারা যদি ভাল-মন্দ জ্ঞান গাছের ফল খায় তবে তারা মারা যাবে। সাপ হবাকে একটি ভিন্ন গল্প শুনায় এবং হবা সাপের কথায় বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নেয়। তার এই ভূল বিশ্বাস ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। আরো দেখুন ১৫ অধ্যায়। এদোনের ঘটনা।

মোশির নিয়মে ঈশ্বর তার লোকেদের পূনরায় বলেন যেন তারা তার উপরে বিশ্বাস করে এবং তার দেওয়া নিয়ম অনুসারে তাকে উপাসনা করে। তারা কিভাবে তার উপাসনা করবে সে সিদ্ধান্ত নেবার অনুমতি ঈশ্বর তাদের দেননি। তিনি তাদেরকে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে বলেন কোনটি সঠিক এবং কিভাবে তাকে খুশি করা সম্ভব।

> তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপাসনা তাদের (কনানীয়দের) পূজার মত করে করবে না, কারন তাদের দেব-দেবতার পূজায় তারা এমন সব জঘন্য কাজ করে যা সদাপ্রভু ঘৃণা করেন। (দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৩১)

পুরাতন নিয়মের শেষ অংশে মলাখী পুস্তকে ঈশ্বর লেবীয়দের বিষয় তার অভিযোগ জানিয়েছেন। ইস্রায়েলীদের কাছে ইশ্বরের আইন শিক্ষা দেবার কাজ তাদের দেওয়া হয়েছিল, তাই তারা জানত কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল।

কিন্তু তোমরা ঠিক পথ থেকে সরে গেছ এবং তোমাদের শিক্ষার দ্বারা অনেককে উছোট খাইয়েছ। এই ভাবে লেবির বংশের সাথে স্থাপন করা ব্যবস্থা তোমরা বাদ দিয়েছ। আমি সর্বক্ষমতার অধিকারী সদাপ্রভু বলছি (মালাখি ২:৮)

তাদের শিক্ষা কি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? নিঃসন্দেহে তা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! পুরোহিতেরা ঈশ্বর সম্পর্কে ভূল শিক্ষা দিচ্ছিলেন, আর তা ঈশ্বরকে রাগান্বীত করে তুলেছিল।

প্রাসঙ্গিক কিছু অনুচ্ছেদ	
যারা সত্যে থাকে ঈশ্বর তাদের সঙ্গে থাকেন	গীতসংহিতা ১৪৫:১৮.
প্রত্যেক ব্যাক্তির নির্ভূল বিশ্বাসে বিশ্বাস করা প্রয়োজন	প্রেরিত ১৬:১৩-১৫; ১৮:২৪-২৭, ১৯ঃ১-৬
সহভাগীয়তার জন্য প্রয়োজন একই বিশ্বাস	২ করিন্থিয় ৬:১৪-১৭; ইফিষিয় ৪:৩-৬
শিক্ষকেরা অবশ্যই:	
▪ যা সত্য তা শিক্ষা দেবে যা ভুল তা নয়	২ করিহিয় ৪:২; ১ তিমথি ৬:২-৬
▪ মানুষের বানানো নিয়ম শিক্ষা দেবে না	মথি ১৫:৭-৯; গলাতীয় ১:৮-১১; কলসীয় ২:২০-২৩; ১ তীমথি ৪:২-৫; ইব্রীয় ১৩:৯
যে সব শিক্ষক ভুল মতবাদ শিক্ষা দেয়:	
▪ ঈশ্বরের ক্রোধ উপার্জন করে	ইয়োব ৪২:৭; গালাতীয় ১:৮-১১; ২থিষলনীকীয় ১:৭-৯ প্রকাশিত বাক্য ২:১৪-১৬; ২০-২৩
▪ তাদের অবশ্যই থামাতে হবে	১৩ তীমথিয় ১:৩-১১
▪ সমাদরের পত্র নয়	২য় যোহন ১০-১১
▪ অন্যদের বিপথগামী করে	মথি ২৩:১৩-১৫
আমরা প্রত্যেকে অবশ্যই:	
▪ সত্য শিক্ষায় আমাদের ভিত্তি স্থাপন করব	১ করিন্থিয় ১১:২; ২ থিষলনীকীয় ২:১৩-১৫; ২ যোহন ৯
▪ সত্য শিক্ষার আলোকে জীবন ধারন করব	মথি ৭:২১-২৩.
▪ আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করব	যোহন ৪:২২-২৪

উদ্ধার কেবল খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্য দিয়েই সম্ভব

আজকাল হয়তো অনেকেই বলবে যে বিভিন্ন ধর্ম হচ্ছে একই লক্ষ অর্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পন্থা। এই ধরনের লোকেরা বলে থাকে যে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম বা অন্য যে কোন ধর্মই আমাদের মুক্তির পথ দেখাতে পারে। তবে যখন আমরা বাইবেলের দিকে তাকাই বাইবেল আমাদের বলে যে, পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া কেবল যীশুর মধ্য দিয়েই সম্ভব (প্রেরিত ৪ঃ১০-১২)। তাই আমরা যদি বাইবেলে বিশ্বাস করি, তাহলে খ্রীষ্ট ধর্ম ছাড়া আর অন্য কোন ধর্ম আমরা সমর্থন করতে পারি না। ঈশ্বর তার পূত্রকে পাঠিয়েছিলেন এই পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা হবার জন্য। সেই কারনে সমস্ত পৃথিবীতে গিয়ে ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করা ছিল যিশুর শিষ্যদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। কেবলমাত্র খ্রীষ্ট ধর্মই উদ্ধার পাবার আশা দিতে পারে।

কেবলমাত্র *সত্যিকার* খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্য দিয়েই উদ্ধার পাওয়া সম্ভব

খ্রীষ্ট ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে বিশ্বাসের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে, আপনার বিশ্বাস আপনার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সিদ্ধান্ত আপনার নিজেকেই নিতে হবে। আমাদের মূল আলোচ্য পাঠে, যীশু দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র খ্রীষ্টিয়ান হওয়াই যথেষ্ট নয়, তার অনুসারীদের সত্যিকার ভাবে খ্রীষ্টান (বা খ্রীষ্টের অনুসারী) হতে হয়েছিল। আর এটি একটি সুন্দর তাৎপর্যও বহন করে। আপনি যদি নিজেকে কারো অনুসারী হওয়ার দাবী করেন, তার মানে হল আপনি তার মত হেত চেষ্টা করছেন।
তাহলে বিশ্বাস এবং আমরা যে শিক্ষায় বিশ্বাস করি তার গুরুত্বের বিষয়ে যিশু কি বলেছেন?

> তারা মিথ্যাই আমার উপাসনা করে, তাদের দেওয়া শিক্ষা মানুষের তৈরী কতগুলো নিয়ম মাত্র। (মথি ১৫ঃ৯)
>
> যারা আমাকে প্রভু প্রভু বলে তারা প্রত্যেকে স্বর্গ রাজ্যে ঢুকতে পারবে তা নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পালন করে সেই ঢুকতে পারবে। (মথি ৭ঃ২১)

> তাছাড়া নীকলায়তীয়দের শিক্ষা অনুসারে যারা চলে এমন কয়েকজনও তোমার ওখানে আছে। কাজেই এই অবস্থা থেকে মন ফিরাও। যদি মন না ফিরাও তবে আমি শিঘ্রই তোমার কাছে আসব এবং আমার মুখের ছোরা দিয়ে তাদের বিচার করব। (প্রশিতবাক্য ২ঃ১৫-১৬)

নীকলায়তীয়দের: নিকানর নামক একজন ব্যাক্তির অনুসারী মনে করা হয়, সম্ভবত প্রেরিত ৬:৩-৭ উল্লিখিত মনোনিত ৭ জনের একজন।

একইভাবে পৌলও তার চিঠিতে লিখেছেন,

> খ্রীষ্টের দয়াতে যিনি তার নিজের লোক হবার জন্য তোমাদের ডেকেছিলেন, তোমরা এত তারাতারি তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য রকম সুখবরের দিকে ঝুকে পড়ছ দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আসলে ওটাতো কোন সুখবরই নয়। তবুও কিছু লোক আছে যারা তোমাদের স্থির থাকতে দিচ্ছে না, আর খ্রীষ্টের বিষয়ে সুখবর বদলাতে চাইছে। কিন্তু যে সুখবর আমরা তোমাদের কাছে প্রচার করেছি তা থেকে আলাদা কোন সুখবর যদি তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়, তা আমরা নিজেরাই করি বা কোন স্বর্গদূতই করেন, তবে তার উপর অভিসাপ পড়ুক। (গালাতীয় ১:৬-৮)

গালাতীয় অঞ্চলে শিখানো এই "অন্য রকম সুখবর" আসলে কি ছিল?

একজন সত্যিকার খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য আপনি অবশ্যই খ্রীষ্টকে অনুস্বরন করবেন, তার মত চিন্তা করতে শিখবেন, তার বিশ্বাসকে আপনার বিশ্বাস করবেন এবং তার শিক্ষাকে করবেন আপনার জীবনের পন্থা। পিতরের বলা কথার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত বিষয়ের একটি সারাংশ টানা যায়:

> সাবধান হও, যেন এই সব উচ্ছৃঙ্খল লোকদের ভূল তোমাদের ভূল পথে পথে নিয়ে না যায়, আর তোমাদের মনের স্থিরতা থেকে তোমরা সরে না পড়। তোমরা তোমাদের প্রভু ও উদ্ধার কর্তা যীশু খ্রীষ্টের দয়ায় এবং তার সম্বন্ধে জ্ঞানে বেড়ে উঠতে থাক। (২ পিতর ৩:১৭-১৮)

যে তার নিজের ক্রুশ কাধে তুলে নিয়ে যীশুকে অনুসরন করে চায় সে যীশুর দেখানো পথে যেতে তার বিশ্বাসে বিশ্বাস করতে এবং তার মত জীবন যাপন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

কোথায় আমরা আমাদের সীমা টানতে পারি?

আমরা কি বিশ্বাস করি তা গুরুত্বপূর্ণ তবে আমাদের বিশ্বাসের সব কিছুই কি গুরুত্বপূর্ণ? কেউ হয়তো বিশ্বাস করে এক ধরনের গাড়ি অন্য ধরনের গড়ীর তুলনায় বেশি ভাল। তাদের এই বিশ্বাস কি গুরুত্বপূর্ণ? জীবন এবং মৃত্যুর বিষয়ে যখন আমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন করি (যেমন: ঈশ্বরের সংগে আমাদের সম্পর্কের বিষয়), আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন বিশ্বাসগুলো আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ (সবচেয়ে ভাল ধরনের গাড়ীর উদাহরনের মত), আর কোন বিশ্বাসগুলো আমাদের উদ্ধার পাবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহন করে, এমনকি যারা বলে এটি কোন ব্যাপার নয়, এটিও তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যে কোন বিশ্বাসই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আর এ সিদ্ধান্ত গ্রহনের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে।

কিছু বিশ্বাসের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হল (এবং এই বিশ্বাসের কারনে আমাদের যা করা উচিত)। আর ঈশ্বরের কাছে আমাদের এই বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ:

▪ ঈশ্বরের বিশ্বাস	রোমীয় ১:১৭; হিব্রু ১১:৬;
▪ মন পরিবর্তন	প্রেরিত ২:৩৮; ১৭:৩০-৩১; প্রকাশিত বাক্য ২:১৬;
▪ বাপ্তিস্ম	মার্ক ১৬:১৬; প্রেরিত ২:৩৮;
▪ যীশু আমাদের প্রভু	প্রেরিত ১৬:৩১; রোমীয় ১০:৯-১০;
▪ যীশু আমাদের পাপের জন্য প্রান দিয়েছেন	১ করিন্থিয় ১৫:৩-৪; ১ পিতর ৩:১৮;
▪ যীশুর পুনরুত্থান	রোমীয় ১০:৯-১০; ১ করিন্থিয় ১৫:৪;
▪ পাপ করা অন্যায়	১ করিন্থিয় ৬:৯-১০; গলিতিয় ৫:১৯-২১;
▪ সত্যকে ভালবাস	১ করিন্থিয় ১৩:৬; ২ থিষলনীকীয় ২:১০;

এরমক আরো অনেক বিশ্বাসের বিষয় রয়েছে যা এই বইয়ের অন্যান্য অধ্যায় গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। আমাদের সব গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসের বিষযগুলো এই অধ্যায়ের মূখ্য আলোচ্য বিষয় না, তবে এই অধ্যায়ে যা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে তা হল আমরা যা বিশ্বাস করি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেমন যীশু বলেছেন:

> যদি কেউ তোমাদের গ্রহন না করে বা তোমাদের কথা না শোনে তবে সেই বাড়ি বা গ্রাম থেকে চলে যাবার সমতে তোমাদের পারের ধুলা ঝেড়ে ফেলো। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, বিচারের দিনে সেই গ্রামের চেয়ে বরং সদোম ও ঘমোরা শহরের অবস্থা অনেক খানি সহ্য করবার মত হবে। (মথি ১০:১৪-১৫)

সারসংক্ষেপ

সত্য অত্যন্ত গুরুত্ব অপরিসীম। ঈশ্বরের কাছে সত্যের গুরুত্ব এতটাই বেশি যে তিনি সম্পুর্ন বাইবেলটি লিখিয়েছেন যেন আমরা সত্যে খুজে পেতে পারি। সত্যকে খুজে পেলে আমরা নিশ্চয়তার সাথে ঈশ্বরের গ্রহনযোগ্য উপায়ে তাকে উপাসনা করতে পারি ।

কেবলমাত্র খ্রষ্ট ধর্মই পরিত্রানের আহবান জানাতে পারে - এবং কেবলমাত্র সত্যিকার খ্রীষ্ট ধর্মই উদ্ধার দিতে পারে।

সত্যিকার বিশ্বাসগুলো কি কি তা আমরা এই অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চেষ্টা করিনি, আমরা যা দেখাতে চেষ্টা করেছি তা হল আমারা যা বিশ্বাস করি তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাইবেলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই বইয়ের অন্যান্য অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হয়েছে

চিন্তার উদ্দীপক

১. বাইবেল থেকে এমন কিছু উদাহরন খুজে বের করুন যেখানে ভূল বিশ্বাসের কারনে মানুষকে মারা গেছে।
২. যীশু যখন বলেছেন যার তার কথা না শোনে তাদের অবস্থা সদোম ও ঘমোরার চেয়ে খারাপ হবে, এই কথা দ্বারা যীশু কি বুঝিয়েছেন? (মথি ১০:১৪-১৫ দেখুন)
৩. বাইবেল থেকে এমন কোন ব্যক্তির উদাহরন খুজে বের করতে পারেন কি যেখানে কেউ তার জীবন পরিবর্তন করেছিল কারন তারা আগে যা বিশ্বাস করত তা ভুল ছিল?
৪. সত্যিকার বাইবেলের শিক্ষা কি পরিত্রানের বা উদ্ধার পাবার জন্য আবশ্যক?
৫. পরিত্রান পাবার জন্য কি কি অত্যবশ্যকীয়? মথি ৭:২১-২৭; ২৫:৩৪-৪৬; যাকোব ২:১৪-২৬; দেখুন।

সহায়ক অনুসন্ধান

১. ধরুন আপনার এমন একজন বন্ধু/বান্ধবী আছে যার সঙ্গে আপনি কেবল চিঠিতে যোগাযোগ করেন (পত্রমিতালীর বন্ধু)। সে একজন খ্রীষ্টান অথচ বাইবেলের মতবাদ বা শিক্ষাগুলোকে সে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে না। সে মনে করে অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াই যথেষ্ট। সে আপনাকে একদিন চিঠিতে জিজ্ঞাসা করল এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন। আপনি তার কাছে আপনার উত্তর পাঠাবার সময়ে এ বিষয়ে তাকে কি জানাবেন?
২. কোনটি সত্য মতবাদ (বাইবেলের শিক্ষা) বা কোনটি সত্য নয় এ বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্তগুলোর একটি তালিকা লেখার চেষ্টা করুন। মথি ২২:২৯-৩২; ২৩:২৩ এবং প্রেরিত ১৭:১১ অংশগুলো হয়তো আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহনে সাহায্য করবে।
৩. মথি ২৩:২৩ পদে যীশু ফরিশিদের অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অবহেলা করবার জন্য সমালোচনা করেন। বাইবেলে কি কিছু কিছু অধিক গুরুত্বপূর্ণ (বেশি দরকারি) বিষয় রয়েছে। যদি থাকে কিভাবে আমরা সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি?

এবিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বইগুলো পড়ুন:

- *One Bible, many churches. Does it matter?* by Dennis Gillett (published by The Christadelphian). 16 pages. (১৬ পৃষ্ঠার এই বইটি বাংলা ভাষাতেও পাওয়া যায়)।

আরো দেখুন:

১০. উপাসনা
১৩. মূর্তি পূজা
১৪. পবিতত্রতা ও বাধ্যতা
১৫. এদোনের ঘটনা
৫৩. সহভাগীতা